The Bangladesh Observer
The Bangladesh Observer

64

তারিখ ... 0.9 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬ ...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নংশাঃ১৪/৬(চীন)-১/৯২/-শিক্ষা। তারিখঃ ঢাকা ২৯-১-৯৫ ইং / ১৬-১০-১৪০১ বাং

বিজ্ঞপ্তি

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য চীন সরকারের প্রদত্ত বৃত্তির অধীনে স্নাতকপূর্ব/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং/বিষয়	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা
পর্যায়	
(ক) স্নাতকপূর্ব	
১। মেডিক্যেল সায়েন্স	সকল বিষয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় গড়ে শতকরা ৭৫% নম্বর থাকতে হবে এবং
২। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী	১ নং বিষয়ে আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জীব বিজ্ঞান ও রসায়নে গড়ে ৭০% নম্বর থাকতে হবে। ৪ নং বিষয়ে আবেদনকারীকে যে কোন দুই বিষয়ে ৭০% নম্বর থাকতে হবে। ২ ও ৩ নং বিষয়ের প্রার্থীদেরকে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে গড়ে ৭০% নম্বর থাকতে হবে।
৩। ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল শাখা)	
৪। কৃষি (সকল শাখা)	
(খ) স্নাতকোত্তর	সকল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে বি-এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি
১। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী	অথবা
২। প্রকৌশল (সকল শাখা)	যে কোন তিনটি প্রথম বিভাগসহ ফলিত পদার্থবিদ্যা বা কম্পিউটার সায়েন্সে মাষ্টার ডিগ্রি।

২। কোন ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩। স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের সকল প্রার্থীকে একটি লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা মার্চ মাসের ২৯ থেকে ৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত (এস-এস-সি ও এইচ-এস-সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের ভিত্তিতে) বলে বিবেচিত প্রার্থীদের পরীক্ষার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।

৪। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীদেরকে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না। নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসারে ১০০ নম্বরের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন করে মেধার ভিত্তিতে মনোনয়ন দেয়া হবেঃ—
(ক) এস-এস-সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ২০ নম্বর
(খ) এইচ-এস-সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ২০ নম্বর
(গ) স্নাতক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩০ নম্বর
(ঘ) স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩০ নম্বর

উল্লেখ্য বি-এস-সি (ইঞ্জিঃ) বিষয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপরের (গ) ও (ঘ) এর পরিবর্তে বি-এস-সি (ইঞ্জিঃ) কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৬০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে। সকল আবেদনকারীদেরকে আবেদনপত্রের নির্বাচিত ছকে এই হিসাব অনুসারে প্রার্থীর ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর সঠিকভাবে হিসাব করে উল্লেখ করতে হবে। কোন প্রার্থীর হিসাব ভুল হলে তার আবেদনপত্র বাতিল হবে। কোন পরীক্ষায় নম্বরের পরিবর্তে কেহ গ্রেড পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের জন্য প্রাপ্ত নম্বর কত সে সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে।

৫। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যাওয়া-আসার বিমান ভাড়াসহ যাবতীয় ব্যয়ভার চীন সরকার বহন করবে। চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তির পরিমাণ খরচ নিবারনের জন্য পর্যাপ্ত হবে না। অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ প্রার্থীকে/অভিভাবককে নিজেই বহন করতে হবে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কোন প্রকার আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে না এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে অবশ্যই চীন গমন করতে হবে এই মর্মে দরখাস্তের সহিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণ তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন বৃত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত হলে তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৮। সদ্য তোলা পাসপোর্ট মাপের দুই কপি ছবি, সকল পরীক্ষায় পাশের মূল সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ইত্যাদিসহ সাদা কাগজে ইংরেজীতে নিম্নোক্ত ছকে জীবন বৃত্তান্তসহ (দুই কপি) আবেদনপত্র আগামী ২০-২-৯৫ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছাতে হবে। আবেদনপত্রের ছক নিম্নরূপ হবেঃ

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে চীন সরকারের বৃত্তির আবেদন
পর্যায়ঃ
প্রার্থিত বিষয়ঃ

(ক) নামঃ ....
(খ) পিতার নামঃ ....
(গ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিগ্রাম অফিস ও টেলিফোন নম্বরসহ)
(ঘ) (১) (স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

পরীক্ষার নাম	বিভাগ	পাশের সন	প্রাপ্ত নম্বর
এস-এস-সি			
এইচ-এস-সি			

(ঙ) এস-এস-সি ও এইচ-এস-সি পরীক্ষায়প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলঃ

এইচ-এসসি পরীক্ষায়প্রাপ্ত নম্বর (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে)	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন	গণিত/জীব বিজ্ঞান	সংশ্লিষ্ট ২ বিষয়ের গড় নম্বর (%)

অথবা

(ঘ) (২) (স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

পরীক্ষার নাম	পাশের নম্বর	শাখা/বিষয়	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণী	প্রাপ্ত নম্বর ও শতকরা হার	৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক স্কোর
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৪ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত মোট স্কোর					

(ঙ) জন্ম তারিখঃ ....
(চ) স্থায়ী ঠিকানাঃ ....
(ছ) জাতীয়তাঃ ....

এতদ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে, চীনা সরকারের উপরোক্ত বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হলে আমি উক্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চীনে যাব এবং চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তির অতিরিক্ত খরচ নিজে বহন করবো।

প্রার্থীর পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ

৮। আবেদনকারী প্রার্থীগণকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ের ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৫ নং গেইটে রক্ষিত ২ নং কাঠের বাক্সে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্রের খামের উপর "চীন সরকারের স্নাতকপূর্ব বৃত্তি" অথবা "চীন সরকারের স্নাতকোত্তর বৃত্তি" এবং প্রার্থিত বিষয়ের "নাম" উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া খামের উপরে এস-এস-সি ও এইচ-এস-সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত "মোট নম্বর" (স্নাতকপূর্বের ক্ষেত্রে) অথবা "মোট স্কোর" (স্নাতকোত্তরের ক্ষেত্রে) উল্লেখ করতে হবে।

৯। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের প্রার্থীদেরকে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের পূর্বে চীনে ১ (এক) বৎসর চীনা ভাষা শিখতে হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রার্থীদের চীনা ভাষা শিক্ষা নাও লাগতে পারে।

১০। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মোঃ আকরাম হোসেন)
সিঃ সহকারী সচিব (বৃত্তি)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ভবন নং-৬, কক্ষ নং-১৭০৬
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডিএফপি-২৬৮৬-২/২ জিসি—৫৬৪।